



112041 - অনারবী ভাষায় খোতবা দেওয়া

প্রশ্ন

জুমার নামাযেরে ক্বতেরে কী করা আবশ্যকীয় দয়া করে আপনারা কি এ ব্যাপারে বস্তিতারতি জানাতা পারনে? আমরা নজিদেরে ভাষায় বক্তৃতা শুন। এরপর আযান দেওয়া হয়। এরপর আমরা চার রাকাত সুন্নত পড়। এরপর ইমাম আরবী ভাষায় খোতবা দনে। আমরা যা করি সটো কিসহহি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

ফকিহবদি আলমেগণ এ ব্যাপারে একমত যে, খোতবা আরবীতে হওয়াই উত্তম। তবে আরবীতে হওয়া শর্ত কনি এ ব্যাপারে তারা তনিটি মতে মতভদে করছেন।

প্রথম অভিমত: যে ব্যক্তি আরবীতে খোতবা পশে করত সক্ষম তার জন্য আরবীতে খোতবা দেওয়া শর্ত। এমনকি শ্রোতারা যদি আরবী ভাষা না জাননে তবুও।

এটি মালকী মাযহাব ও হাম্বলী মাযহাবের মশহুর অভিমত।

[দখুন: "আল-ফাওয়াকহিদ দানী" (১/৩০৬), "কাশশাফুল ক্বনি" (২/৩৪)।

দ্বিতীয় অভিমত: আরবীতে খোতবা দতি সক্ষম ব্যক্তির জন্য আরবীতে খোতবা দেওয়া শর্ত; তবে শ্রোতাদের সকলে যদি আরবী ভাষা না জাননে তাহলে তনি তাদের ভাষায় খোতবা দবিনে।

শাফরী মাযহাবের আলমেদেরে নকিট এটাই সঠিক অভিমত। কিছু কিছু হাম্বলী আলমেও এ অভিমত ব্যক্ত করছেন।

[দখুন: ইমাম নববীর "আল-মাজমু" (৪/৫২২)]

তৃতীয় অভিমত: খোতবা আরবীতে হওয়া মুস্তাহাব; শর্ত নয়। খতীব আরবীর পরবিত্তে তার নজিরে ভাষায় খোতবা দতি পারনে।

এটি ইমাম আবু হানফা ও কিছু কিছু শাফরী আলমেেরে অভিমত।



[দেখুন: "রাদ্দুর মুহতার" (১/৫৪৩), "আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া" (১৯/১৮০)]

এই তৃতীয় অভিমতটাই সঠিক। সমকালীন বশে কিছু আলমে এ অভিমতটিকে মনোনয়ন করছেন। যহেতু খোতবা আরবীতে হওয়া আবশ্যিককারী সুস্পষ্ট কোন দলিল উদ্ধৃত হয়নি। আর যহেতু খোতবার উদ্দেশ্য হচ্ছে— উপদশে দেওয়া, শিক্ষা ও উপকার হাছলি হওয়া। উপস্থিতি লোকদের ভাষায় না হলে তো সটো অর্জতি হবে না।

রাবতো আলমে ইসলামীর অধিকৃত "ফকিহ একাডেমী"-র সদিধানতে যা এসছে সটো নমিনরূপ: "সর্বাধিক ভারসাম্যপূর্ণ অভিমত হচ্ছে— য়ে সকল দেশে মানুষ আরবীতে কথা বলে না সসেব দেশে জুমার খোতবা ও দুই ঈদরে খোতবা সহহি হওয়ার জন্য আরবী ভাষায় হওয়া শর্ত নয়। তবে, ভাল হয় খোতবার ভূমিকা ও খোতবাতে অন্তর্ভুক্ত আয়াতসমূহ আরবীতে পশে করা; যাতে করে অনারবদেরকে আরবী ভাষা শুনতে ও কুরআন শুনতে অভ্যস্ত করা যায়। এটি আরবী শেখা এবং য়ে ভাষায় কুরআন নাযলি হয়ছে সে ভাষায় কুরআন পড়াকে সহজ করবে। এরপর খতীব তারা (শ্রোতারা) য়ে ভাষা বুঝে সে ভাষায় তাদেরকে উপদশে দবিনে।"[সমাপ্ত][কারারাতুল মাজমায়লি ফকিহি (পৃষ্ঠা-৯৯) (পঞ্চম অধবিশেন, পঞ্চম সদিধানত)]

ফতোয়া বযিয়ক স্থায়ী কমটির আলমেগণ বলেন:

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমন কোন হাদিস সাব্যস্ত হয়নি যা প্রমাণ করে য়ে, জুমার খোতবা আরবীতে হওয়া শর্ত। বরঞ্চ তিনি জুমার খোতবা ও অন্যান্য খোতবা আরবী ভাষায় দতিনে যহেতু তাঁর নিজেরে ভাষা আরবী এবং তাঁর সমাজরে লোকদেরে ভাষাও আরবী ছিল। তাই তারা য়ে ভাষা বুঝে তিনি সয়ে ভাষায় তাদেরে মাঝে খোতবা দতিনে, দকিনরিদশেনা প্রদান করতনে ও তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দতিনে। কনিতু তিনি রাজাবাদশাদেরে কাছেও আরবী ভাষায় চঠিপিত্র পাঠিয়েছেন। তিনি জানতনে য়ে, তাদেরে ভাষা আরবী নয়। তিনি এটাও জানতনে য়ে, তারা তাদেরে ভাষায় অনুবাদ করিয়ে চঠিরি মর্ম বুঝে নবিয়ে।

এর আলোকে য়ে সকল দেশে অধবাসীরা আরবী জানে না কথিবা বেশীর ভাগ মানুষ আরবী জানে না সখোনকার জুমার খতীবরে জন্য আরবীতে খোতবা (ভাষণ) দেওয়া জায়যে। এরপর সয়ে খোতবা স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ পশে করবনে; যাতে করে লোকেরো কী উপদশে ও নসীহত করা হল সটো বুঝতে পারে এবং উপকৃত হতে পারে।

খতীবরে জন্য জুমার খোতবা স্থানীয় অনারবী ভাষায় পশে করাও বধৈ। এভাবে খোতবা দলিয়ে দকিনরিদশেনা প্রদান, শিক্ষাদান, উপদশে প্রদান ও নসীহত করা সম্পন্ন হয়, খোতবার উদ্দেশ্য বাস্তবায়তি হয়।

তবে আরবীতে খোতবা দিয়ে সটো শ্রোতাদেরে ভাষায় অনুবাদ করাটা উত্তম। এতে করে খোতবা প্রদান ও চঠিপিত্র প্রদানের ক্ষতেরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে আদর্শ অটুট রাখা এবং খোতবার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা উভয়টির মাঝে সমন্বয় সাধতি হয়। তাছাড়া এ সংক্রান্ত আলমেদেরে মতভদেরে উর্ধ্বে থাকা যায়।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মি



(৮/২৫৩)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

"খুব সম্ভব অধিক নকিটবর্তী অভিমিত হচ্ছে (সঠিক ইলম আল্লাহর কাছে) এ মাসয়ালায় অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন অভিমিত দেওয়া। বলা হবে: যদি মসজিদে অধিকাংশ উপস্থিতি অনারব হয়; যারা আরবী বুঝে না; তাহলে অনারবী ভাষায় খোতবা দিতে কোন আপত্তি নাই। কথিবা আরবী ভাষায় খোতবা দিয়ে পরে এর অনুবাদ পশে করা।

আর যদি অধিকাংশ উপস্থিতি আরবী ভাষা বুঝে এবং মোটামুটি ভাবটুকু তারা আয়ত্ব করত পারণে তাহলে উত্তম হচ্ছে আরবী ভাষায় খোতবা দেওয়া এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের বরখলোফ না করা। বিশেষতঃ সালাফগণ এমন সব মসজিদে খোতবা দতিনে যখনে অনারবরা থাকত। কিন্তু এমন কোন উদ্ভূতি নাই যে, তারা খোতবা অনুবাদ করতেন। কেননা তখন আধিপত্য ছিল ইসলামের এবং নেতৃত্ব ছিল আরবী ভাষার।

আর অন্য ভাষায় খোতবা দেওয়া জায়যে হওয়ার পক্ষে শরয়িত একটী দলিল রয়েছে। তা হল আল্লাহর বাণী: "আমি প্রত্যকে রাসূলকে তার স্বজাতরি ভাষা নিয়ে (ভাষাভাষী করে) পাঠিয়েছি, যাত সত তাদরে কাছে (আল্লাহর বার্তা) বুঝিয়ে বলতে পারবে।"[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪]

এ মর্মে আরকেটী দলিল হল সাহাবায়েরে রোম যখন পারস্য, রোম ইত্যাদি অনারব দেশে অভিযান পরিচালনা করতেন তখন তারা অনুবাদকদের মাধ্যমে তাদরেকে ইসলামের দাওয়াত দয়ার আগে তাদরে বিরুদ্ধে লড়াই করতেন।"[মাজমুউ ফাতওয়া বনি বায (১২/৩৭২)]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"এ মাসয়ালায় সঠিক অভিমিত হচ্ছে উপস্থিতি মুসল্লগিণ যে ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা বুঝে না খতীবেরে জন্য সত ভাষাতে খোতবা দেওয়া জায়যে। যদি উপস্থিতি লোকজন আরব না হয় এবং আরবী ভাষা না জানে তাহলে খতীব তাদরে ভাষাতে খোতবা দতিনে। কেননা এটাই হচ্ছে তাদরেকে বুঝানোর মাধ্যম। খোতবার উদ্দেশ্য হচ্ছে বান্দাদের কাছে আল্লাহর সীমারখোগুলোর বিবরণ দেওয়া, তাদরেকে উপদেশে দেওয়া, দকিনর্দিশেনা দেওয়া। তবে কুরআনের আয়াতগুলো আরবীতে বলা আবশ্যকীয়। এরপর উপস্থিতি লোকদের ভাষায় তাফসীর করা। খোতবা স্থানীয় ভাষায় হওয়ার দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী: "আমি প্রত্যকে রাসূলকে তার স্বজাতরি ভাষা নিয়ে (ভাষাভাষী করে) পাঠিয়েছি, যাত সত তাদরে কাছে (আল্লাহর বার্তা) বুঝিয়ে বলতে বদেয়াতে পারবে।"[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৪]

আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে, বিবরণ হতে হবে সম্বোধিতরি যে ভাষা বুঝে সত ভাষায়। এর আলোকে খতীব অনারবী ভাষায় খোতবা দতিনে পারেন। তবে যখন কোন আয়াত তলোওয়াত করবেন তখন অবশ্যই আরবী ভাষায় করবেন; যে



ভাষায় কুরআন নাযলি হয়েছে। এরপর উপস্থিতি লোকদের ভাষায় তাফসীর করবনে।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব (ফাতাওয়াস সালাত/সালাতুল জুমুআ)]

দখুন: 984 নং প্রশ্নোত্তর।

দুই:

জুমার নামাযের কাঠামোই পরিবর্তন হয়ে যাওয়া উচিত নয়; যমেনটি প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে; তথা দুটো খোতবা প্রদান করা। একটি খোতবা স্থানীয় ভাষায় আযানরে আগে। আরেকটি খোতবা আরবী ভাষায় আযানরে পরে। বরং উচিত হচ্ছে হয়তো স্থানীয় ভাষায় খোতবা দবিনে। কথিা আরবী ভাষায় খোতবা দবিনে এবং সাথে সাথে খতীব মম্বির থেকেই অনুবাদ করে দবিনে।

যারা আরবী ভাষা জানেন না তাদের সৌজন্যে মসজিদে হারামরে জুমার খোতবা বিভিন্ন বদিশী ভাষায় অনুবাদ করা সম্পর্কে শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিমি (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হলে জবাবে তিনি বলেন: "উল্লেখিত বিষয়ে আমরা একমত পোষণ করি না। জুমার নামাযের আগে বা পরে খোতবা দেওয়া যায় না। যদি উদ্দেশ্য হয় যারা আরবী ভাষা বুঝে না তাদের কাছে খোতবার মর্ম পৌঁছানো তাহলে জুমার নামায ব্যতীত অন্য কোন সময় রঙেও প্রোগ্রামরে অংশ হিসেবে খোতবা অনুবাদ করা যতে পারে।"[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিমি (৩/২০)]

আমরা সকল মুসলমিকে আরবী ভাষা শেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছি। যহেতে এটি কুরআনের ভাষা। এর মাধ্যমে শরিয়তকে বুঝা যাবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে হাদিসরে মর্ম অনুধাবন করা যাবে।

শাইখ রশদি রযো (রহঃ) বলেন:

"আমরা একাধিকবার ব্যাখ্যা করছি যে, আরবী ভাষা জানা প্রত্যকে মুসলমিরে উপর ওয়াজবি। কেননা দ্বীন বুঝা, দ্বীনরে অনুশাসনগুলো বাস্তবায়ন করা, দ্বীনরে ফরযগুলো আদায় করা— এ সবই আরবী ভাষা বুঝার ওপর নির্ভরশীল। এ ভাষা ব্যতীত এগুলোর পালন শুদ্ধ হয় না। জুমার খোতবা আরবীতে হওয়া তাগদিপূর্ণ হওয়ার দিক থেকে ও সাব্যস্ত হওয়ার দিক থেকে অপেক্ষাকৃত নমিনপর্যায়রে। যদিও জুমার খোতবা সবচেয়ে বড় শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান।

ইসলামরে প্রথম যুগে যে সকল অনারব ইসলামে প্রবশে করত তারা অবলম্ববে আরবী ভাষা শখিত; যাতে করে তারা কুরআন-সুন্নাহ বুঝতে পারে। ভাষাগত বন্ধন ব্যতীত উম্মাহর ঐক্য সাধিত হবে না। সাহাবায়েরোম যে দেশগুলো বজিয় করতনে তারা সেখানে মানুষরে উদ্দেশ্যে আরবী ভাষায় খোতবা দতিনে।

যে দেশগুলোতে সাহাবায়েরোম প্রবশে করতনে কিছুদিন যতে না যতেই ইসলামরে প্রভাবে অল্প সময়রে মধ্যে সে দেশরে ভাষা সাহাবায়েরোমরে ভাষায় পরিবর্তিত হত; দুনিয়াবী কোন উদ্বুদ্ধকরণ ব্যতীত কথিা বাধ্যবাধকতার শক্তি আরোপ



ব্যতীত। যদি সাহাবায়ে করোমরে দৃষ্টিভিঙ্গি এমন হত যে, অনারবদেরে মধ্যে যারা সাহাবীদেরে ধর্ম গ্রহণ করে তাদেরে ভাষার অনুমোদন করা তাহলে সাহাবায়ে করোম দরী না করে ঐসব ভাষা শখিতনে এবং ঐ সব ভাষায় ইসলামরে ফরয আমল ও ইবাদতসমূহ পালন করতনে। এভাবে রোমানভাষী রোমানভাষী থেকে যতে। ফার্সভাষী ফার্সভাষী থেকে যতে। এমনটাই চলতে থাকত।

আজ আমরা মুসলমি উম্মহর মাঝে ভাষাগত যে ব্যবধান দেখতে পাই সেটো অপ-রাজনীতির সবচেয়ে বড় কুফল। ওসমানী ও ইরান সাম্রাজ্যদ্বয় যদি সর্বস্বতরে আরবী ভাষার ব্যবহারকে নিশ্চিতি করার চেষ্টা না করে তবে এমন একদিন আসবে যেনি তারা এর জন্য অনুতপ্ত হবে। ভারতে যে সংস্কার চলছে কথিবা অন্য কোন মুসলমি দেশে যে সংস্কার চলছে আমরা সেটোকে গগণায় ধরনা; যদি না আরবী ভাষা শেখাকে প্রাথমিক শিক্ষার মরুদুণ্ড গণ্য করা হয় এবং আরবীকেই জ্ঞানরে ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়।"[সমাপ্ত][মাজল্লাতুল বায়ান (৬/৪৯৬)]

চার:

জুমার আগে চার রাকাত সুন্নত: জুমার আগে কোন সুন্নত নহে। বরং জুমার আগে সাধারণ নফল নামায রয়েছে; কোন সংখ্যা নির্ধারণ করা ব্যতীত। ইতপূর্বে 6653 নং ও 14075 নং প্রশ্নোত্তরে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।